গজে দেবী শস্যপূর্ণ বসুংধরা



চৌধুরী বাড়ি, আন্দুল

পত্র নং: DCF/ADL/Correspondence/Misc./2023/01 তারিখ: ২৫/০৯/২০২৩

To,

শ্রীমান সুদীপ মিত্র,
আঁটপুর মিত্র বাটি
আঁটপুর, জাঙ্গিপাড়া
হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

Sub.: General Body (GB) letter & Durga puja 2023 greetings.

প্রিয়,

পত্রের প্রারম্ভে আন্দুল চৌধুরী বাটির পক্ষ হইতে আপনাকে, মিত্র বাটির সকলরে ও আঁটপুর গ্রামবাসীদিগের জানাই আসন্ন শারদীয়া মহোৎসবের প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের রসিদপুর শাখায় বেশ কিছু বৎসর কর্ম্মরত থাকা কালীন আমার একাধিকবার রাজবল্লভপুর, আঁটপুর ও তার পার্শ্বর্ত্তী গ্রামগুলির মনোরম পরিবেশ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সে অনেক বৎসর পূর্বের কথা। রাজবল্লবপুরের সুবিখ্যাত শ্রীশ্রী৺রাজবল্লবী মা'র দর্শন ও অন্নভোগ ভক্ষণ হইতে শুরু করিয়া আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠ ও শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা কালীন অন্নভোগ ভক্ষণ, মিত্রবাটির বাংলা-বিখ্যাত কাঁঠালকাঠ নির্ম্মিত দোচালা চণ্ডীমণ্ডপ, পোড়ামাটির শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ মন্দির, ইত্যাদি আমার স্মৃতি হইতে ভাসিয়া বেড়ায়।

যতদূর হইতে মনে পড়িয়াছে, আমাদের বয়েসজ্যেষ্ঠদিগের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম, অতীতে আঁটপুর মিত্র বাটির সহিত আমাদিগের চৌধুরী বাটির ছিল আত্মীয়তার বন্ধন। আমার এই পত্র দিয়া সেই পুরাতন সম্পর্ক পুনঃজীবিত হইলো। মিত্রদিগের ছাড়িয়াও ঐ অঞ্চল হইতে আরও যেসব সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের বাস

তাঁহাদের সহিতও আমাদিগের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, যাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আঁটপুরের ঘোষ, মথুরাবাটির বসুমল্লিক, ইত্যাদি।

আঁটপুর ঘোষ বাটি, যাহা বর্ত্তমান 'আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠ', সহিতও আমাদের চৌধুরীদিগের এক আত্মতীয়তার সম্পর্ক ছিল। ঐ বাটির বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ) (১৮৬১-১৯১৮) খুল্লতাত কনিষ্ঠভ্রাতা ছিলেন ডাঃ বিপিন বিহারী ঘোষ (১৮৫৭-১৯২৯) তাঁহার আপন কন্যাদান (শ্রীমতি লক্ষীপ্রিয়া ঘোষ) করিয়াছিলেন আন্দুলের চৌধুরী বাটির ২৩-তম পুরুষ ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ দত্তচৌধুরীর সহিত।

জাঙ্গিপাড়ার মথুরাবাটি গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বসুমল্লিক পরিবারের সহিতও আমাদিগের আত্মীয়তার বন্ধন। ঐ পরিবারের এক সুসন্তান গৌরীশঙ্কর বসুমল্লিক মহাশয়কে আমাদিগের চৌধুরী বাটির কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী আপন কন্যাদান করিয়াছিলেন ও তৎসম্পর্কে যৌতুক স্বরূপ জমিদারি হইতে বিস্তীর্ণ ভূমি দান করিয়া আন্দুলে প্রতিষ্ঠা করেন। ভদ্র প্রতিবেশী ও আন্দুল নগরের সুন্দর পরিবেশ গৌরীশঙ্কর মহাশয়কে আকৃষ্ট করে। ঐ গৌরীশঙ্কর হইতে 'আন্দুল মল্লিক বংশ'-র শুভসূচনা হইয়া থাকে। উনার এক বংশধর শ্রীনাথ গোকুলনাথ মল্লিক আন্দুল হইতে উঠিয়া গিয়া হাওড়া শহরাঞ্চলের রামকৃষ্ণপুর চলিয়ে গেলেন। হাওড়া ময়দান নিকট ঐ পরিবারের নামধ্যয় 'মল্লিক ফটক' নামক একটি অঞ্চল আজও বর্ত্তমান।

সৌকালীন ঘোষ, গৌতম বসু, ভরদ্বাজ দত্ত, বিশ্বামিত্র মিত্র – ইঁহাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বহু প্রাচীন, যাহা অতি সংক্ষেপে জানাইতে গেলে লিখিতে হয় যে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস বলিয়া থাকে ১০ শতাব্দিতে গৌড়েশ্বর মহারাজা আদিশূরের পুত্র না হইবার বিশেষ অভাব বোধ করিয়া সন্তানপ্রাপ্তির আশায় একটি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যজ্ঞে প্রবত্ত হইয়া উত্তম দ্বিজের অভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারিবে না জানিয়া তাঁহার মিত্র কনৌজাধিপতিকে পত্র লিখিয়া কোলাঞ্চ নগর হইতে দশ দ্বিজ আনয়ন করিয়া ছিলেন, যাহার মধ্যে ছিল পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞের উপযুক্ত ক্ষত্রিয়বর্ণ-উদ্ভব পঞ্চ যাগ্নিক কায়স্থ।

এখান হইতে একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে যে দশ দ্বিজ অর্থে দশ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন না করিয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করিলেন কেন? অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্যে কায়স্থদিগের কি ভূমিকা? যজ্ঞ বর্ত্তমানে বিলুপ্ত প্রায়। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পশ্চাৎ বঙ্গদেশ হইতে কোনো প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায় না। অতি সংক্ষেপে জানাইতে গেলে লিখিতে হয় যে যজ্ঞে অনেক প্রকার দ্রব্যের আয়োজন, অনেক নৃপতির নিমন্ত্রণ, অনেক বর্ণের আহ্বান, ইত্যাদির প্রয়োজন হইত। যজ্ঞে অনেকের বরণও হইয়া থাকিত, যথা – ভূস্বামী, স্বস্তি, ঋষি, তন্ত্রধার, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে প্রথমটি ক্ষত্রিয়দিগের প্রাপ্য, কারণ আদিকালে ক্ষত্রিয়বর্ণই ভূস্বামী আখ্যায় প্রাপ্ত ছিল। কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ উদ্ভব হইবার কারণে কায়স্থরা যজ্ঞভাগ গ্রহণের যোগ্য হইয়া পড়ে।

প্রথমত, যে পঞ্চ কায়স্থগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন বঙ্গদেশে তাঁহারা কেউ সাধারণ কায়স্থ নহে, তাঁহারা প্রত্যেকই উপনয়ণ সংস্কার-সম্পন্ন দ্বিজাচারী ছিলেন। কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোত্তম

দত্ত, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র এবং কাশ্যপ গোত্রীয় বিরাট গুহ – ইঁহারাই হইলেন দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজভুক্ত কায়স্থ কুলের আদি পিতা। বৌদ্ধদূষিত সংস্কারশূন্য বঙ্গসমাজে আসিয়া সে সমাজস্থ স্থানীয়দিগের নিকট তাঁহারা আপনা হইতেই 'কুলীন' অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত হিসেবে গণ্য হইয়া ছিলেন।

কুলশ্রেষ্ঠান্বয়ে জাতো দত্তঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
অতস্তস্য ভরদ্বাজগোত্রস্যাঙ্গিরস্য চ।
প্রবরঃ স্থাপিতো দেবৈর্বার্হস্পত্য ইতিস্মৃতিঃ।।

পুরুষোত্তম দত্ত হইতে একাদশ পুরুষ ছিলেন 'বিশ্বাস' পদবী প্রাপ্তি বাংলার তৎকালীন সুলতানের বিশ্বাসযোগ্য কোষাধ্যক্ষ মুরারি দত্ত, যাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তেকড়ি দত্ত তাঁহাদের আদিবসতি বালির বাসস্থান ছাড়িয়া মুজঃফরপুর পরগনার বিস্তীর্ণ এস্টস্টের উত্তরাধিকারী হইয়া সরস্বতী নদীর পশ্চিম-উপকূলে মৌজা আন্দুল-মহিয়াড়ী অঞ্চলে বাজরা যোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিলেন ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার, মালাকার, দুলে, ধীরব, শবর, ইত্যাদি শ্রেণীয় মানুষজনকে। তেকড়ি এই স্থানে আসিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া, কাঁচা পথ নির্মাণ করাইয়া একটি সমাজ পত্তন করিয়া স্বশাসিত 'জমিদার' রূপে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিলেন, কারণ উনার এস্টেট মালিকানা তথা জমিদারি ছিল পিতৃদত্ত অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি। মোট ২৫২ বিঘা ভদ্রাসন জমির ওপর নির্ম্মাণ হইয়াছিল জমিদার তেকড়ীর প্রাসাদবাটি, নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন কিছু দেবোত্তর দেবালয়, চিকিৎসালয় ও পাঠশালা। সেই হইতে আন্দুলে দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

একতো দত্ত বাবুর সুবিস্তীর্ণ এস্টেট (পরগনা) মালিকানা আর দ্বিতীয়ত 'জমিদার' রূপে তাঁহার প্রভূত উন্নত অবস্থা – এহেন লক্ষণ দেখিয়া তৎকালীন তাঁহার সমসাময়িক সুলতান সিকান্দর শাহ তাঁহাকে সে পরগনার প্রধান রাজস্ব আদায়কারী (chief revenue collector) 'চৌধুরী' পদে নিযুক্ত করিয়া চতুরঙ্গ প্রদান করিয়া ছিলেন। সেই হইতে জমিদার তেকড়ি মুজঃফরপুর পরগনার 'চৌধুরী' হইয়া ছিলেন। এর পর তেকড়ি হইতে আন্দুলের দত্ত বংশ 'দত্তচৌধুরী' নামে পরিচয় পাইয়া থাকে।

একে স্বশাসিত জমিদার তার উপর রাজপ্রদত্ত 'চৌধুরী' হইয়া রাজস্ব সংগ্রহের এক-চতুর্থাংশের অধিক সুবিধা পাইবার কারণ ইঁহাদের আর্থিক উন্নতির বিকাশ ফুলে-ফেঁপে উঠিয়া ছিল, তার পর পাইক, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি করিয়া এমন এক রাজপযুক্ত হইয়া উঠিয়া ছিল যে তাহা দেখিয়া প্রজাগণ তাঁহাকে 'রাজা বাবু' বলিয়া সম্মোধন করিত।

তেকড়িস্তৎ কনিষ্ঠোপি বালিগ্রামং পরিত্যজন্।
চতুর্ধূরী পদং প্রাপ্য বভূব নৃপতুল্যকঃ।।
তেকড়ির্দবদাসোয়ং পিতৃলব্ধ ধনেন চ।
আন্দূলনগরে প্রাপ ভূম্যধিকারীকংপদং।।

সরস্বতীনদীতীরে পুণ্যপাদপমণ্ডিতে।
চতুর্দ্বারং দেবদাসঃ প্রাসাদং নির্ম্মমে পুরা।।

তেকড়ি হইতে পঞ্চম পুরুষ চৌধুরী কন্দর্পরাম দত্তের তিনটি পুত্র সন্তান, যথা – রামশরণ দত্ত (বড় কুমার) (১৫৪৮–১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ), গোবিন্দশরণ দত্ত (মেজো কুমার) ও হরিশরণ দত্ত (ছোট কুমার)। এই তিন কুমারের মধ্যে রামশরণ দত্ত জ্যেষ্ঠ ও যোগ্য হইবার কারণে পিতা কন্দর্পরামের অবসর গ্রহণের পশ্চাৎ পরবর্ত্তী জমিদার ও চৌধুরীর দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য তাঁহার উপর দেওয়া হইয়াছিল। রামশরণের সময়ে সরকারের নিকট বার্ষিকী ১০৮,৩০২২ দাম (~ ₹২,৭০০.০০) খাজনা জমা পরিতো। আমাদিগের যে শারদোৎসব বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে তাহা ১৪৯০ শক (১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ) হইতে পূর্বপুরুষ জমিদার রামশরণ দত্তচৌধুরী কর্তৃক শুরু হইয়া ছিল।

শ্রীদুর্গা মণ্ডবং স্থাপ্য শারদীয়ার্চ্চনং তথা।
বোধনেন নবম্যাদিকল্পেন সমকল্পয়ৎ।।
পিতামহাজ্ঞয়া সোপি সর্ব্বগার্হস্থ্যকর্ম্মষু।
গোস্বামিভ্যাে দদৌমালংসজ্জনেভ্যাে মহাপতিঃ।।
সাত্ত্বিকেন বিধানেন দেবী পূজাদিকর্ম্মষু।
পশ্বাদিবধ কার্য্যঞ্চ নিষিদ্ধঃ তেন সাধুনা।।
শ্রীরামশরণস্তস্মিন্নান্দূলনগরে বসন্।
চতুর্ধূরী রাজকার্য্যমকরোৎ বহুযত্ন তঃ।।

মেজো কুমার গোবিন্দশরণ দত্তের প্রপৌত্র রামচন্দ্র দত্ত হইতে ইঁহাদের বংশধরদিগদের 'হাটখোলার দত্ত' বলিয়া জানা গিয়া থাকে।

আমাদিগের জমিদারির সময় আন্দুল মৌজা ছিল মুজঃফরপুর পরগনা ও পরবর্ত্তীকালে বড় পরগনার অধীনে। গভর্নর-জেনারেল Charles Cornwallis-এর সময় (১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে as Governor-General of the Presidency of Fort William) বাংলার রাজস্বের বন্দোবস্ত কালীন এ ভূভাগ জেলা চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে হুগলি জেলার সীমা নির্দেশের সময় আন্দুল স্থানসমূহ হুগলি জেলার অধীনে চলিয়া যায়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া জেলা একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করিলে এই সকল স্থান হাওড়া জেলার এলাকাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। সেই সময় হইতে আন্দুল হাওড়া জেলার অন্তর্বর্ত্তী হইয়া আছে।

আন্দুল চৌধুরী বাটির সুবিশাল ও সুবিস্তৃত ইতিহাস কেবল একটি পত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ লিখিয়া সমাপ্ত করা শক্ত। বংশাবলীর কথা বংশধর মাত্রই অতি আদরের বস্তু এবং গৌরবের জিনিষ। বংশ-মর্য্যাদা যদি মনে রাখিয়া চলেন দেখিবেন তাহা একটা রক্ষা-কবচের ন্যায় আপনাকে কত হীন কার্য্য হইতে রক্ষা করিতেছে। জীবনযাত্রায় বহু পতন হইতে বাঁচিয়া রাখিবে।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও আমাদিগের পরিবারের পৈতৃক দুর্গাদালানে পূজার্চন, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, বলিদান, কুমারী পূজা, দীপদান, হোমযজ্ঞ, ভোগাদি সহযোগে তিন দিন ব্যাপী শ্রীশ্রী ৺রাজ-রাজেশ্বরী ঠাকুরানী মাতার ৪৫৫-বর্ষ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। উক্ত মহোৎসবে আপনারা সপরিবারে ও সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

ইতি

Dhruba Chaudhury

ধ্রুব দত্তচৌধুরী

(২৭'তম বংশধর)



আন্দুল চৌধুরী বাটি
চৌধুরী পাড়া, আন্দুল
হাওড়া - ৭১১৩০২
পশ্চিমবঙ্গ



Dutta Chaudhury fa...
And...

******